No. of printed pages : 9 **MTT-002**

Post Graduate Certificate in Bangla-Hindi Translation Programme

Term-End Examination

June, 2022

MTT-002 : Bangali-Hindi translation : Comparison and Reconstruction

Duration : 3 Hours **Maximum Marks : 100**

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 9 **MTT-002**

बंग्ला–हिन्दी अनुवाद कार्यक्रम में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र
सत्रांत परीक्षा
जून–2022
MTT-002: बांग्ला–हिंदी अनुवाद : तुलना और पुनः सृजन

समय सीमा : 3 घंटे अधिकतम अंक : 100

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं।

1. निम्नलिखित में से दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 300–300 शब्दों में दीजिए: 2x10=20

   (a) हिंदी और बांग्ला मुहावरों की प्रकृति को तुलनात्मक रूप से समझाते हुए उनकी अर्थ व्यंजना पर सोदाहण प्रकाश डालिए।

(b) बांग्ला और हिंदी के बीच अनुवाद की परंपरा को उदाहरण सहित समझाइए।

(c) शब्दों के स्तर पर बांग्ला तथा हिंदी में समानता और असमानता पर सोदाहरण टिप्पणी कीजिए।

(d) बांग्ला और हिंदी के पदबंधों की बनावट को समझाते हुए उनका तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों के हिन्दी पर्याय लिखिए: 5

(a) বাসন (b) অন্যতম (c) নিদারুন (d) অবদান (e) নানা

(f) আসন (g) বিবর্তন (h) বার্তা (i) বালি (j) নির্গত

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए: 5

(a) साहस (b) सुविधा (c) डर (d) दुविधा (e) गृहस्थी

(f) चाची (g) अपने लोग (h) शिकायत (i) बीच में (j) बात

4. निम्नलिखित हिंदी मुहावरों में से किन्हीं पाँच के बांग्ला समतुल्य बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए: 5x3=15

(a) मिट्टी में मिला देना

(b) खून – पसीना एक करना

(c) बिजली गिरना

(d) जैसी करनी वैसी भरनी

(e) शर्म से लाल होना

(f) कान का कच्चा

(g) उभरता हुआ तारा

(h) एक हाथ से ताली नहीं बजती

(i) एक पंथ दो काज

(j) फूला न समाना

(k) अपने पाँ पर कुल्हाड़ी मारना

5. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन अनुच्छेदों का हिंदी में अनुवाद कीजिए: 3x15=45

(a) মনের পাত্রে তৃপ্তি আর বিজয়গর্ব তখন উছলে উঠেছে মহাশ্বেতার, তাই এসব তুচ্ছ খোঁচা গায়ে মাখলো না। হাসি হাসি মুখে বললো, 'বলি মাথার ওপর ভাগবান আছেন তো গা! দিনকে রাত বলে কতকাল চালানো যায়? একদিন না একদিন ভাগবান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন না? .... চিরকাল মোটা মোটা টাকা এনে ওই দুই রাজারানীর শ্রীপাদপদ্মে ঢেলেছেন, যত কিছু উপার্জন গোদাপদে সমপ্পন। কী না আমার ভাই-ভাজ খুব ভাল। লক্ষণ ভাই! ও-ই সবাইকে দেখবে। .... তা এবার চোখটা একটু খুলল তো? মানুষটা বেঁচে থাকতেই এই, চোখ বুঝলে কী মূর্তি ধরবে তা বুঝছে না এবার? হাড়ে হাড়েই বুঝছে। তবে ঐ, ভাঙ্গে তো মচকায় না। তেমন ঝাড়ের বাঁশ নয় কেউ। ওরা মরে তবু মর্যাদা হারায় না। সব সব, বুঝলেও সব সমান। ছেলেগুলো পর্যন্ত দ্যাখো না লেখাপড়া করে না কিছু না, কথা কইতে যাও দিকি, মুখে তুবড়ি ছুটিয়ে দেবে একেবারে। কত এম-এ লোক থ হয়ে যায় ওদের মুখের সামনে!'

এবার শ্যামার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বঁটিখানা দেওয়ালের খাঁজে উপুড় করে রেখে পাতারই একটা ফালি বার করে নিয়ে ঝাঁটার কাটিগুলো বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'তুমি দেওয়ালের সামনে বসে বক্তিমে করো মা, আমি উঠলুম, আমার কাজ আছে!'

'রোস রোস। আমার আসল কাজটাই যে বাকী গো। বাবা, তুমি যে একেবারে সর্ব্বক্ষন ঘোড়ায় জীন কষে আছো দেখতে পাই! ... তবে কাজের কথাই সেরে নিই।

অ বৌদি, তুই একটু ওধারে যা ভাই, মার্ সঙ্গে দুটো পেরাইভেট কথা আছে!'

তারপর গলাটা নামিয়ে ও ঘর থেকে কনকের শুনতে কোন রকম বাধা না হয় এমন পর্দাতেই ফ্যাস ফ্যাস করে বললে, 'দুশোটা টাকা দিতে হবে আমাকে এখুনি জামাইয়ের দরকার!'

(b) সেদিন অফিস থেকে বেরোতেই দেরি হয়ে গিয়েছিলো হেমের। সিমালেয় বড় মাসিমার বাড়ি এসে যখন পৌঁছালো তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই. বড়ো মাসিমা গেছেন পাড়াতে কোথায় চন্ডীর গান শুনতে। এ একটা যেন নেশা হয়েছে তাঁর রোজ যাওয়া চাই। গোবিন্দ তখনও বাড়ি আসে নি। ন'টার আগে কোন দিনই আস্তে পারে না সে, শনিবার ছাড়া। তাও শনিবারও ফিরতে ছ'টা সাড়ে ছটা বেজে যায়। ইস্কুল সিজন-এ অর্থাৎ শীতকালে কাজের চাপ যখন পড়ে তখন ন 'টাতেও আসতে পারে না। সাধারণ ছাপাখানা নয় মানচিত্র ভূচিত্রাবলি চাপা হয় সেখানে। দায়িত্ববর কাজ, ঝুঁকি অনেক। ছাপাখানার ছুটি না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হয়। কারণ মালিক ছ'টা বাজলেই বাড়ি চলে যায় সে ছাড়া ছাপার খুঁটিনাটি গোবিন্দর মতো আর কেউ বোঝে না। সাধারণত সাড়ে আটটা অবধি খোলা থাকে প্রেস সব বন্ধ করে ফিরতে ন'টা তো বটেই, দেরিও হয়ে যায়।

সেই সময়টা রানিবৌয়ের নিরঙ্কুশ অবসর। সে সন্ধ্যার আগেই বিকালের রান্না সেরে নেয়। কারণ মেয়ে আগলানো এক হাঙ্গামা। সে কাজটা ওর শাশুড়ী থাকলে করতে পারেন। কোনোদিন হয়ত তিনিই রান্না করেন, ও মেয়ে আগলায় আর ঘরের খুঁটিনাটি কাজ সারে।

রান্না সেরে চুল বেঁধে গা ধুয়ে এলে ওর শাশুড়ী কাপড়-চোপড় কেচে আহ্নিক সেরে বেরিয়ে যান। কোনই কাজ থাকে না হাতে। কেউ না এলে একটু বই-টই পড়ে। পাড়ার লাইব্রেরি থেকে হেমই এনে দেয় বই। হেম এলে বই পড়া হয় না, গল্পই করে বসে বসে। অবশ্য গল্পটা এক্তরফাই চলে বেশি। হেম বেশি কথা কইতে পারে না, বিশেষ করে বড়বৌদির সামনে এলে যেন তার সমস্ত কথা ফুরিয়ে যায়। শুধু চুপ করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকে। কথা কইতে ইচ্ছাই করে না তার-মনে হয় সে সময়টা বৌদির কথা শুনলে কাজ হবে।

আজও তাই শুনছিল সে। ঘুমন্ত মেয়েকে একটা পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে কথা বলছিলো বড় বৌ, আর হেম সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চক্ষু ও কর্ণে ঘনীভূত করে বসে শুনছিল এবং দেখছিল। শিগ্গিরই আবার ছেলেপুলে হবে, সাধ হয়ে গেছে-এখন -তখন অবস্থা। তবু কী দেহের বাঁধুনি, বোঝাই যায় না যে এত ভারী হয়ে এসেছে দেহ। দাঁড়ালে তবু যদি-বা বোঝা যায় বসে থাকলে একেবারে টের পাওয়া যায় না। এদিক দিয়েও রানিবৌদির বরাত ভাল। পর পর হয়ে ন্যাঞারি হয়ে পড়ে নি। বড়টি বোধ হয় বছর চার-পাঁচের হল মনে মনে হিসেবে করে হেম। যার ভাল হয়, তার সব ভাল।

(c) হরিনাথকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল ঐন্দ্রিলা। ডাক্তারের মোতে তার যে কদিনের মেয়াদ, তার চেয়ে ঢের বেশি দিন। উমার দেখে আসার পরও প্রায় দেড় মাস বেঁচে ছিল।

কিন্তু সেজন্য মূল্যও বড় কম দিতে হয় নি।

উমার কথামত সাহেব-ডাক্তারই ডেকেছিল। উমার কথামত অর্থাৎ উমার পরামর্শে। কিন্তু পরামর্শ কথাটা নিতান্তই শোভনতার খাতিরে ব্যবহার করা চলতে পারে।

ঐন্দ্রিলা আগেই মন স্থির করেছিল। উমার যখন মত চাইলে তখন উমা আর 'না' বলতে পারে নি। জানে অনর্থক, জানে সে শুধু তাতে ওর ইহকালের সম্বলটুকু নিঃশেষ হয়ে যাবে ফল কিছু হবে না। তবুও পারে নি। সে হরিনাথের মা-ও নয়, শাশুড়িও নয়। টাকাটা ব্যাবহারিক মূল্য তার অত জানা নেই। তার কাছে মেয়ের অন্তরের কথাটাই বড়। জামাই যদি দুটো দিনও বেশি বাঁচে মেয়ের কাছে সেইটেই লাভ। সেই জন্যই তাকে প্রত্যাসন্ন সর্বনাস্তর দিকে চোখ বুজে দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বলতে হয়েছিল, 'ডাকতে হয় তো এখনই ডাক, দেরি করে লাভ নেই।'

কিন্তু সে একরাশ টাকার দরকার।

অত টাকা ঐন্দ্রিলার কল্পনার বাইরে। তার গহনা প্রায় সবই চলে গেছে। অফিস থেকে যতটা পাওয়া সম্ভব, তা পেয়েছিল সে-ও সব শেষ।

'টাকা? টাকা কথা থেকে আসবে?'

ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল হরিনাথ।

'সব তো শেষ করলে। কেন এ কাজ করছো।' আবারও বলেছিল সে।

'তুমি চুপ কর। ...আমার ভাবনা আমিই ভাবব। তোমার অতো সব তাইতে কথা কেন বল তো!'

এই বলে সে জোর ক'রে ওর চোখের পাতা বুজিয়ে রেখে চলে এসেছিল।

এসেছিল সটান শাশুড়ির কাছে।

কলকাতায় মাসি আর দিদিমার কাছ থেকে অনেক কোথায় শুনেছে সে, অনেক কথা শিখেছে। মোটামুটি

ঝাপসা ঝাপসা ভাবে বিষয়-সম্পত্তির মোটা কথাগুলো জানে।

শাশুড়ির কাছে এসে বলেছিলো, 'মা, এ বিষয়ে ওরও তো ভাগ আছে। সেই ভাগটা বিক্রি করবো। আপনি ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

(d) কখনো কখনো জীবনে এমন একটা দুর্বিষহ মুহূর্ত আসে, যখন মনে হয় বাঁচার চাইতে মরাটা বুঝি অনেক সহজ এই বোধটা সাধারণত জন্ম নেয় নিঃসীম একটা হতাশার মধ্যে থেকে। অথচ কোনো শহীদ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়, দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও অনুভব করে চিরন্তন একটা গৌরবের জন্মলগ্ন।

ঠিক তেমনিভাবে টমও যখন তার জল্লাদের সামনে বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে ছিল, স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিলো তার অন্তিমলগ্ন ঘনিয়ে এসেছে, দুঃসাহসী একটা গৌরবে তার বুকটা ফুলে উঠছিল, মনে হয়েছিলো করুণাঘন যিশুর উজ্জ্বল মুখখানা স্মরণ করতে করতে সে যেকোনো অত্যাচার আর আঘাত সহ্য করতে পারবে। কিন্তু জল্লাদের ছায়াটা দূরে মিলিয়ে যেতে না যেতেই টমের সেই আবেগ বিহ্বল মুহূর্তটাও কেমন যেন স্তিমিত হয়ে গেল, ফিরে এলো দুর্বিসহ যন্ত্রনা আর ক্লান্তি। অর্ধচেতন, নিঃসঙ্গ একটা হতাশার মধ্যে সে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগল।

ক্ষতস্থান শুকিয়ে আসে না আসতেই লেগ্রি সাকে নিয়মিত তুলা সোলার কাজে লাগিয়ে দিলো দিনের পর দিন পরিশ্রম আর ক্লান্তি ছাড়াও বিদ্বেষ ভরা নীচমনা ইতরটা যতরকম অন্যায় আর অশুভ ইচ্ছা টমকে কেবলই উত্যক্ত করে তুলতো, ভেঙে দিতো তার ধৈর্যের বাঁধ। চারপাশে হীন রুক্ষতার মাঝে বাইবেলটাই ছিল তার একমাত্র সান্তনা। আগে অবসর সময়ে যাওবা আগুনের

সামনে বসে একটু আধটু পড়তে পারতো সেরে ওঠার পর তাও পারে না। অবসর কোথায়? ভুলো ভোলার এই মরশুমে লেগ্রি কাউকে একটা মুহূর্তও ফুরসৎ দেয় না। ওদের জীবনে রবিবার বা ছুটি বলে কিছু নেই। এখন সারাটা দিন অমানুষিক পরিশ্রম আর নিষ্ঠুর আচরণ সহ্য করার পর যখন কাজ থেকে ফিরে আসে, নিজেকে মনে হয় যেন একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একটু পড়ার চেষ্টা করলেই চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে, মাথাটা ঝিমঝিম করে, ইচ্ছে করে অন্যদের মতো নিজের দেহটাকেও একেবারে টানটান করে মেলে দিতে।

(e) পশুপতি জ্যাঠাবাবুর কথাটা বলে নিই। সেই সময় উনি আমাদের সংসারে কয়েকটা দিন বয়ে গিয়েছিলেন একটা ভরসার বাতাসের মতো।

"প্রণব আছে, প্রণব আছে?" বলতে বলতে একদিন সকালে পড়েছিলেন আমাদের ঘরে ঢুকে, তখনকার দিনে টোকাটুকি দিয়ে ঢোকার ব্যাপার-স্যাপার ছিলই না। বাবাকে দেখতে পেয়ে "অরে এই তো প্রণব " বলে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছিলেন, "কিন্তু বিছানায় কেন।" তুমি শশব্যস্ত, মাথায় ঘোমটা তুলে এক পশে, আগন্তুক ওই লোকটি, যাঁর চেহারা দশাসই,কাঁধ চওড়া, গায়ে মোটা ফতুয়া, অনেকটা বাবাকে আগে যেমন দেখাত, প্রশস্ত কপাল, চোখ উজ্জ্বল, তোমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি আমাকে চিনবে না বউমা! আগে দেখনি। আমি পশুপতি। প্রণব কোনওদিন আমার কথা তোমাদের বলেনি?"

বাবার তখন কথা বলতে কষ্ট হত, কিন্তু এক ধরণের সম্বিৎ তখন ছিল, দেখলাম ওঁর শীর্ণ-ক্লিষ্ট মুখ আকস্মিক একটা আলোকে ভরে গেছে। পশুপতি বললেন, "আমি ওর দাদা হই।"

বাবা জড়িয়ে জড়িয়ে কোনওমতে বললেন, "দাদার বেশি।"

পশুপতি যথা বললেন, "সম্পর্ক হিসেবে করলে, খুব দূরের যদিও, এক রকম নেই-ই। তবু আমরা অনেকের চেয়েই আপন, কাছাকাছি। সুখে-দুঃখে বহুদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি।"

তুমি তখন তাঁকে প্রণাম করলে। কোমর দেখাদেখি আমিও। পশুপতি নিঃসংকোচে বসলেন বাবার বিছানার এক ধারে। বললেন, "ওর এই অবস্থা তা-তো জানি না। আমি তো অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম, গত মাসে আমরা সবাই ছাড়া পাই, জানো তো? আমি সঙ্গে-সঙ্গে চলে যাই রাঁচিতে, শ্রীঘরবাসে শরীর তো একেবারে ভেঙে পড়ে? প্রণব সে-সব নিজেই তো জানে। রাঁচিতে আমাদের গ্রুপের আরও কয়েকজন এলো, আন্দামান-ফেরত, পুরোনো দু'জন বন্ধুও দেখি জুটে গেলো। সেখানে দিনের পর দিন ধরে অনেক পরামর্শ। প্রণব", বাবার দিকে স্থির চোখে চেয়ে পশুপতি বললেন, "একটা প্ল্যান পাকা করেই এখানে এসেছি।"